সমকাল

পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

৯ ঘণ্টা আগে

আসজাদ হোসেন আজু, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে এ বছর পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে সহস্রাধিক পরিবার ভিটেমাটি হারিয়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এসব পরিবার বিভিন্ন উঁচু রাস্তা, বেড়িবাঁধ ও দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব পরিবারের অন্তত পাঁচ শতাধিক শিশুর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া, দেবগ্রাম ও ছোটভাকলা ইউনিয়নে গত দুই মাসে অন্তত এক হাজার ২৫টি পরিবার নদীভাঙনের শিকার হয়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এ পরিবারগুলো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেও তাদের শিশুদের লেখাপড়া অনিশ্চয়তায় মধ্যে পড়েছে। এই শিশুরা তাদের স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না। ঠিকমতো জুটছে না খাওয়া-দাওয়া। বিভিন্ন স্থানে কোনোমতে মাথাগোঁজার ঠাঁই হলেও সেখানে পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা নেই। অনেকেরই বই-খাতাপত্রের হদিস নেই। বাড়ি ভাঙার সময় সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সামনে এ শিশুদের পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও বার্ষিক পরীক্ষা। অসহায় অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা বন্ধ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। সরকারি বা বেসরকারিভাবে এই শিশুদের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলে অচিরেই তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দৌলতদিয়ার বেপারীপাড়ার কৃষক মুন্নাফ বেপারী বলেন, 'ছেলে রাব্বী এ বছর এসএসসি পাস করে গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে। এক মাসের ভাঙনে মাঠের ১০ বিঘা ফসলি জমিসহ বসতভিটা বিলীন হয়ে গেছে। আমি এখন সর্বস্বান্ত। কোথায় পুনর্বাসন হবো, কীভাবে পরিবারের ভরণপোষণ চালাব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মনে হয় ছেলেকে আর পড়ালেখা করাতে পারব না।'

ভাঙনের শিকার হয়ে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের পাশে রাস্তায় আশ্রয় নেওয়া অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মেঘলা আক্তার জানায়, ভাঙনে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বাবার মাথা ঠিক নেই। কীভাবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন, সে চিন্তাতেই অস্থির। সামনে আমার জেএসসি পরীক্ষা। স্কুলের ফিস, ফরম পূরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক টাকা দরকার। এগুলো দেওয়ার সামর্থ্য এখন আর আমার বাবার নেই।

মুক্তিযোদ্ধা ফকীর আবদুল জব্বার গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী স্বর্ণা আক্তারের মা আলেয়া খাতুন জানান, নদীভাঙনে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় তাদের সন্তানদের

পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা দরকার।

ভাঙন এলাকার যদু মাতব্বর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল ইসলাম জানান, তার স্কুলের অন্তত ২৫ জন শিশু পরিবারের সঙ্গে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সামনে পিইসিসহ বার্ষিক পরীক্ষায় তারা ঠিকমতো অংশ নিতে পারবে কি-না তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত।

দৌলতদিয়া মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহম্মদ সহিদুল ইসলাম জানান, তার স্কুলের শতাধিক শিশু নদীভাঙনের শিকার হয়ে পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। আমরা তাদের বেতন মওকুফ করে পড়ালেখায় সহযোগিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গোয়ালন্দ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাসুদুর রহমান জানান, নদীভাঙন এলাকার কয়েকশ' শিশুর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের কথা বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারিভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করতে আমি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com